ফাঁদ

অমিত দে

রাস্তায় রাস্তায় খুঁজেছি
ফেলে দেওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্ট
তুলে ধরেছি দু'আঙ্গুলের ফাঁকে ঠোঁটে

সাদা পাতায় ছড়ানো সজারুর পালক
কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত
ভোর রাতে উঠে এসেছিল কলমে

এরপর কতবার দেখেছি
কিভাবে কবিতায় চালান হয়ে যায়

এইসব শিকার ও প্রমাণ

এবার অন্যরকম

চা গাছের সামনে ছবি তুললে
ছাঁটা ডাল থেকে
দুটি পাতা একটি কুঁড়ি
না বললে আরো সুন্দর
তোমাদের ভঙ্গিমা

হয়তো জানো কত যত্নে
কোমরবিন্দুর নীচে নামানো
এই সবুজ চাদর
আবার নাও জানতে পারো
পরিপাটি হতে হতে
কতটা বেঁটে হয়েছো তুমি

কবিতাগ্রাম

কচি বৃন্তে ঝুলে রয়েছে ফাঁকা স্তবক
ক্ষেতে শব্দদানা-

বিকেলে রোদের আমেজ-এ
অস্থির শব্দগুলো বাউল হতে চায়
আলপথে আলপথেই
ফুরিয়ে যায় উৎসবের কাল

কবিও সে পথ দিয়েই
বাজার করে আনে
উনুন জ্বালায়

দুটো শব্দ রাঁধবে বলে

হাইওয়ে

কিছু ভোরবেলা
আগাছা হয়েই ভেসে চলে

কয়েকটি দুপুর
আতস কাচের নীচে
পুড়ে যাওয়ার আগে
হারিয়ে যায়

প্রতিটি রাতে
সুনসান হাইওয়ে এসে
থমকে দাড়ায় গলির মুখোমুখি

প্রশ্ন করে
ওজন বেড়েছে কতটুকু